*Bangladesh Journal of Integrated Thoughts, 2024*
*DOI: https://doi.org/10.52805/fwq7hq52*

# নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

**মো: ইয়াকুব[১] মো: হেলাল উদ্দিন[২]**

**ABSTRACT**

Studies This is an article with the topic "Comparative analysis of the dignity of woman in Islamic and western civilization" Muslim women's role and dignity is highlighted in this topic through Quranic guidance and Ahadees of Hazrat Muhammad (S.A.W), and through the status of woman in the pre-Islam era is also highlighted. Besides this, it reflects different rights and duties of woman. In this article comparative analysis of both the Islamic and Western civilizations is highlighted. At the end after deducting result from the discussions conclusion is presented. Before Islam the woman was treated as wretched element of the society and thrown in the darkness of ignorance. She was hopeless and cannot hope for her evolution. The Islam raised awareness and protested against this cruel attitude and taught that the whole life revolves around both man & woman. The Holy Prophet (P.B.U.H) provide guidance and teachings regarding the most ignored gender (the woman) as no champion of woman's rights can promote this cause and with such zeal and zest. The woman is respectable either she is in western or Islamic civilization. The women should be respected everywhere. If we analyse the western civilization, we will come to know the reason of accepting Islam by woman is that the Islam suggests separate domains for man and woman. For this particular reason western ladies are accepting Islam and the logic behind this is that the Islam is the religion of nature, it is complete code of life and it is the only religion which addresses the nature of woman and it protects her rights and respect. Islam gave her a status which she cannot imagine.

**KEYWORDS**
নারী, নারীর মর্যাদা, ইসলাম, সভ্যতা, সিডিও।

## ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে নারী অধিকার ও নারীর প্রতি বৈষম্য একটি বহুল আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী হওয়ায় তাদের অধিকার সুরক্ষা মানব সভ্যতার অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলাম পূর্ব যুগে নারী ছিলো অবহেলিত ও অভিশপ্ত এক সম্প্রদায়। তাদের পারিবারিক, সামাজিক এমনকি অর্থনৈতিক কোনো অধিকার ছিল না। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করাকে অভিশাপ মনে করে জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রথা পর্যন্ত চালু ছিল। এমন অমানবিক পরিস্থিতি থেকে নারী সমাজকে মুক্তি দিয়ে ইসলাম তাদেরকে কন্যা, মা, বোন ও স্ত্রী হিসেবে সম্মান ও ন্যায্য অধিকার প্রদান করেছে। ইসলাম নারীর মর্যাদাকে কেবল পারিবারিক পরিসরে নয়, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আজকের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় ইসলামের নির্দেশনাগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ না করায় নারীরা

[1] প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, দি পিপলস্ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, *Email:* mdyeakubhossen133@gmail.com
[2] সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, দি পিপলস্ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

নানাভাবে বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। এই সুযোগে পাশ্চাত্য সভ্যতার নানা ধ্যান-ধারণা মুসলিম সমাজে প্রভাব বিস্তার করছে এবং নারী অধিকার, নারী স্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি শিরোনামে নানা আন্দোলন গড়ে উঠছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা, মানবাধিকার সংগঠন এবং জাতিসংঘ নারী অধিকার ও বৈষম্য রোধে নানা আইন ও সনদ প্রণয়ন করেছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো পাশ্চাত্য সভ্যতা নির্ভর নারী অধিকার বিষয়ক সনদ 'সিডও'।

কিন্তু আধুনিক সভ্যতার এই নীতিমালা অনেক সময় নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে তাদেরকে বিপণন ও ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করছে। কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়, "বিশ্বে যা কিছু চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর"–এ উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয় যে নারী ও পুরুষ উভয়ে সমানভাবে পৃথিবীর কল্যাণে অবদান রাখে। তথাপি সভ্যতা ও আধুনিকায়নের নামে নারীরা যখন প্রকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তখন তা সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই গবেষণার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হবে যে, ইসলামে নারীর মর্যাদা কি আধুনিক সভ্যতার স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং আধুনিক সভ্যতায় প্রচলিত নারীর অধিকার ইসলামের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ। একইসাথে সভ্যতা ও আধুনিকতার আড়ালে নারীদের প্রকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার চিত্র ও সমাধানের দিকনির্দেশনাও তুলে ধরা হবে।

**সাহিত্য পর্যালোচনা**

এ বিষয়ে কোনো গবেষণা হয়নি। তবে অধ্যাপক মোঃ মতিউর রহমান এর "ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার" শিরোনামে একটি গবেষণা পরিচালনা করেন, তার গবেষণায় দেখা যায় তিনি নারীর মর্যাদা বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে বিস্তর আলোচনা করেছেন। এছাড়া মোঃ শহিদুল ইসলাম এর "ইসলামে নারীর অধিকার দায়িত্ব ও কর্তব্য" একটি গবেষণা রয়েছে। যেখানে তিনি নারীদের অধিকার বিষয়ে স্পষ্ট দিকগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ বর্ণনা করেছেন। ড. আব্দুর রউফ যাফর "ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার" নামে একটি গবেষণা করেছেন। ইউনিফ্রেড হল্টবি এর "নারী ও ক্রম পরিবর্তিত সভ্যতা" নামে একটি গবেষণা রয়েছে। যেখানে তিনি বিভিন্ন সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে নারীদের পরিবর্তন ও অবস্থান বিষয়ে তুলে ধরেছেন। তাদের মর্যাদার কথাও সেখানে আসছে। ড. খাদিজা গরমেজ এর "ইসলামী সভ্যতায় নারী" নামে একটি সুন্দর ও সময়োপযোগী বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা করেছেন। যেখানে তিনি মুসলিম সভ্যতা তথা ইসলামে নারীদের প্রকৃত ও সবচেয়ে স্থায়ী ও সম্মানিত করে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে তার বিবরণ তুলে ধরেছেন। আব্দুল হালিম আবু সুককাহ "রাসুলের (সা.) যুগে নারীর স্বাধীনতা" শিরোনামে একটি গবেষণা করেছেন। যেখানে তিনি আইয়্যামে জাহেলিয়্যাতের মত অন্ধকারচ্ছন্ন সমাজ তথা যুগ থেকে মহানবী (সা.) যেভাবে নারীদের অধিকার দিয়ে সম্মানিত করেছেন তার বর্ণনা ও নির্দেশনা তুলে ধরেছেন। এছাড়াও "নারীর মর্যাদা ও অধিকার" বিষয়ে মোহাম্মদ আকরাম খাঁ একটি গবেষণা করেছেন। পূরবী বসু "সভ্যতা নির্মাণে নারী" বিষয়ে একটি গবেষণা করেছেন। যেখানে সভ্যতা প্রতিষ্ঠায় নারীদের অবদান ও ভূমিকা কেমন ছিল? নারীরা এক্ষেত্রে যে যে অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। ড. মোসতফা আস-সিবাঈ এর "ইসলামী সভ্যতা ও প্রাচ্যবাদ" এবং "ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী" দু'টি গবেষণা রয়েছে। যা সভ্যতা ও সমাজ প্রতিষ্ঠায় নারীদের বিকল্প হয়না কিংবা নারীদের অধিকার ছাড়া সভ্যতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় তার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

কিন্তু নারীদের প্রকৃত মর্যাদা দেয়া হয়েছে ইসলাম ধর্মে। আধুনিক সভ্যতা যুগে যুগে নারীদের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে সোচ্ছার। যার দরূন অনেক আইন ও ধারা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর স্বীকৃতি লাভ করেছে। তথাপিও নারীদের প্রকৃত মর্যাদা দেয়া সম্ভব হয়নি। এ লক্ষ্যেই আলচ্য গবেষণা।

**গবেষণা পদ্ধতি**

এ গবেষণাটি Qualitative Method এর উপর ভিত্তি করে সংকলন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বিষয়ের উপর ধারণা করে এবং বিশ্লেষণ করে এ প্রবন্ধটি লিখা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে গবেষণা, জরিপ কিংবা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়নি। সমাজের বাস্তব চিত্র অবলোকনের আলোকে ধারণাগত ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে গবেষণাকর্ম সম্পাদিত।

**গবেষণা সীমাবদ্ধতা**

এ গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। নারীর মর্যাদা কিংবা ইসলাম বিষয়ে এটি কোনো মৌলিক গবেষণা নয়। যার জন্য নারীর মর্যাদা কিংবা ইসলামের সংজ্ঞা কিংবা পরিচয় এখানে দেয়া হয়নি। কারণ এ বিষয়ে অসংখ্য গবেষণা রয়েছে, সেখান থেকে পাঠকগণ জানতে পারবে। যেহেতু নারীর মর্যাদা ও পাশ্চত্য সভ্যতা বিষয়ে কোনো গবেষণা হয়নি তাই এ দুটি বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রয়োজনের আলোকে বাস্তব চিত্র, ঘটনা অথবা বিধান তুলে ধরা হয়েছে।

**তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি**

Research Question এর প্রশ্নাবলির উপর ভিত্তি করে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ গবেষণায় তথ্যগুলো মৌলিকভাবে বিশ্লেষণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

**গবেষণার উদ্দেশ্য**

মানুষের দ্বারা সভ্যতার সৃষ্টি। সভ্যতা সৃষ্টি হয় মানুষ তথা পৃথিবীর কল্যাণের জন্য। মানুষের মধ্যে দুটো শ্রেণী আছে একটি নর আরেকটি নারী। একটি সভ্যতা বিনির্মাণে এবং সভ্যতার বিস্তৃতিতে নর এবং নারী দু'জনারই সমান অবদান। তাই কাউকে পিছনে রেখে কিংবা কারো মর্যাদা কমিয়ে সভ্যতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব না। তদ্রুপ ইসলাম ধর্মেও সমান এবং যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে। তার কিঞ্চিৎ অবমাননা করে ধর্মের সঠিক চর্চা ও বিধান পালন সম্ভব নয়। সভ্যতা ও ইসলামে নারীর সঠিক মর্যাদা তুলে ধরাই আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

**১. ইসলামের আলোকে নারীর অধিকার ও মর্যাদা**

***১.১ সৃষ্টিজগতে নারী-পুরুষের শ্রেষ্ঠ সম্মান ও মর্যাদা লাভ***

মহাবিশ্বের সৃষ্টির মূলে বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার রয়েছে এক সুচিন্তিত মহাপরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা অনুসারেই তিনি সব কিছু জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ বলেনঃ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"প্রত্যেক বস্তু আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারো (আল-যারিয়াত ৫১:৪৯)।"

অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ "পবিত্র মহান তিনি, যিনি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে (ইয়াসিন ৩৬: ৩৬) ।"

মহান আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে সবচেয়ে বেশী সুন্দরতম আকৃতি দান করেছেন। আল্লাহ বলেনঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ "আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর কাঠামোতে বানিয়েছি (আত-ত্বীন ৯৫: ৪)।" মানুষকে নারী ও পুরুষ এই দুই রকমে সৃষ্টি করার কারণ বুঝা কঠিন কিছু নয়। দুইভাবে সৃষ্টি না করলে তো মানব বংশই বিস্তার হতো না; প্রথম মানুষ আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্তই তা থেমে যেত। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মানব জাতি! তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং এ দু'জন থেকে বহু পুরুষ ও নারী দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।" এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً "হে মানব! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এক ব্যক্তি

থেকে এবং যিনি পয়দা করেছেন তার থেকে তার জোড়া, আর ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের দু'জন থেকে অনেক নর-নারী (আন-নিসা ৪: ১)।"

আর মান-মর্যাদার দিক দিয়েও মহান আল্লাহ মানব জাতি তথা নারী-পুরুষকে সৃষ্টিজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি বলেন: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا "নিশ্চয় আমি বনী আদমকে মর্যাদা দান করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলভাগে ও জলভাগে চলাচলের বাহন দান করেছি। আর আমি তাদেরকে দিয়েছি নানাবিধ উত্তম জীবনোপকরণ এবং আমি তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি(আল-ইসরা ১৭: ৭০)।"

### ১.২ *ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার*

ইসলামী জীবনব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ। নারী-পুরুষ সহ সকলের অধিকার এখানে নিশ্চিত করা হয়েছে। মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে ইসলামের সামগ্রিক দিক নির্দেশনা। আদি পিতা হযরত আদম আ. ও তার স্ত্রী হাওয়া আ. মানব কুলের মূল উৎস। আল্লাহ পাক বলেন:

> يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا "হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন (আন-নিসা ৪:১)।"

ইসলামে নারী-পুরুষ শিশু-যুবক-বৃদ্ধ সর্বস্তরের মানুষের রয়েছে ইনসাফপূর্ণ অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা। বিশেষ করে নারীজীবনের বিভিন্ন স্তরে তার মর্যাদা ও অধিকারের ব্যাপারে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা অনুপম ও অতুলনীয়। কন্যা, স্ত্রী, মা, বোন, বিধবা, ইয়াতিম ইত্যাদিরূপে ইসলাম নারী জাতিকে এক অবিশ্বাস্য মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে।॥

### ১.২.১ *কন্যারূপে নারীর পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা*

ইসলাম সকল সন্তানকে আল্লাহর দান (Blessing) বলে স্বীকার করে। যারা কন্যা সন্তানদের জন্মে মন খারাপ করে আল-কুরআন তাদের নিন্দা করেছে। জাহিলী যুগে মানব সমাজে কন্যারূপে নারীর অবস্থান ছিল বড়ই অমর্যাদাকর। কন্যা সন্তানকে জঘন্যভাবে ঘৃণা করা হত। তাকে জীবিত কবর দেয়া হত। স্বয়ং পিতা কন্যা সন্তানের জন্মকে চরম অপমানজনক মনে করত। কুর'আন মাজীদে তাদের এ অবমাননাকর চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

> وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ "আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হয়, তখন তার চেহারা মলিন হযে যায় এবং সে মনের মধ্যে ক্রোধ চেপে রাখে। তাকে যে সুসংবাদ দেয়া হল তার লজ্জায় সে নিজের লোকদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়; সে ভাবে অপমান সহ্য করেও তাকে জীবিত রেখে দেবে, না কি মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে ? জেনে রেখ, তাদের সিদ্ধান্ত কতই না নিকৃষ্ট! (আন-নাহল ১৬: ৫৮-৫৯)"

কন্যা হত্যার এ জঘন্য প্রথার নিন্দা করেছে ইসলাম। আল্লাহ বলেন: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ "আর তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে অভাবের ভয়ে হত্যা কর না (আল-আনআম ৬: ১৫১)।" ইসলাম মানবতা বিরোধী এ কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলাম কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তানের মতই বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। শুধু তাই নয়, কন্যা সন্তানকে জীবিত প্রেথিত করলে কিয়ামতের দিন যে তার পিতাকে আল্লাহর দরবারে কঠোরভাবে জবাবদিহি করতে হবে, তা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ "যখন জীবন্ত প্রেথিত শিশুকন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (আল-তাকবীর ৮১: ৮-৯)"

ইসলাম কখনই কন্যা সন্তানদের পুত্র সন্তান থেকে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করেনি, বরং কন্যা সন্তান লালন-পালন করা অধিক মর্যাদাপূর্ণ কাজ হিসেবে অভিহিত করেছে। আয়েশা রা. হতে বর্ণিত রাসূল সা. বলেন: আমার উম্মতের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি তিন কন্যা সন্তান বা তিন বোনের লালন-পালন করবে, তারা সে ব্যক্তির দোযখে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হবে।"

রাসুল সা. আরো বলেন: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ ». وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. যে ব্যক্তি তার দুই কন্যাকে তাদের বয়:প্রাপ্তি পর্যন্ত লালন-পালন করবে কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি এবং আমি এভাবে থাকবো। এই বলে তিনি হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন (মুসলিম)।

### ১.২.২ *স্ত্রী-রূপে নারীর পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা*

দাম্পত্য জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য ও অনন্য ভূষণ হল স্ত্রী। ইসলাম পরিবার ও সমাজ জীবনে স্ত্রীর যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছে। আল্লাহ বলেন: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ "স্ত্রীদেরও তেমনি অধিকার রয়েছে যেমন স্বামীদের রয়েছে তাদের উপর (আল-বাকারাহ ২: ২২৮)" অন্যত্র আল্লাহ বলেন: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ "তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের ভূষণ এবং তোমরাও তাদের ভূষণ।"

স্ত্রী হিসাবে নারীকে মর্যাদা দিয়ে মহানবী স. বলেন: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي. "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি; যে তার স্ত্রী-পরিজনের কাছে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রী পরিজনের কাছে উত্তম(ইবনু মাজাহ)। রাসূল সা. আরও বলেন: الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ "সমগ্র পৃথিবীই সম্পদ, আর নারী হচ্ছে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ (মুসলিম)।"

মৌলিক অধিকারে ইসলাম নারীদেরকে পুরুষদের সমান অংশীদার করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন পুরুষদের আছে তাদের উপর। আর নারীদের উপর রয়েছে পুরুষদের মর্যাদা। আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ (আল-বাকারাহ ২: ২২৮)।"

আরবের তৎকালীন সমাজে স্ত্রীরা বড়ই অসহায় ছিল। স্বামীর সম্পদে তার কোন অধিকার ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রী কোন অংশ পেত না। বিধবা অবলাদের এই অসহায় অবস্থা দূর করার জন্য পাক কুর'আনে ঘোষণা করা হল : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে যদি তোমাদের সন্তান না থাকে। তবে তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের আট ভাগের এক অংশ (আন-নিসা ৪: ১২)।"

### ১.২.৩ *মা রূপে নারীর পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা*

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় পরিবারের সবচেয়ে সম্মানিত সদস্য হলেন 'মা'। ইসলাম মাকে অতুলনীয় মর্যাদা দান করেছে। মা হিসেবে ইসলাম নারীকে যে সম্মান দান করেছে পৃথিবীর আর কোন সম্মানের সাথে তার তুলনা হয় না। পিতা ও মাতা উভয়ের প্রতি সাধারণভাবে সম্মান প্রদর্শনের কথা উল্লেখ করার পর কুরআনে মাতার প্রতি বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা, প্রসব করা এবং স্তন্য দান করার কষ্ট একাকী গ্রহণ করে থাকেন। এ তিন পর্যায়ের ক্লেশ ও যাতনায় পিতার কোন অংশ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

> وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ "আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতা সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দু'বছরে তার দুধ ছাড়ানো হয়। সুতরাং শোকরগুজারী কর আমার এবং তোমার মাতা–পিতার। অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে (লুকমান ২১: ১৪)।"

মহান আল্লাহ তায়ালা অন্য এক আয়াতে বলেন

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا : وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا "আর তোমার রব আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত কর না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। যদি তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধ্যক্যে উপনীত হয়, তবে তুমি তাদেরকে 'উহ' পর্যন্ত বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে বিনম্রভাবে সম্মানসূচক কথা বল। এবং তাদের সামনে ভক্তি–শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে অবনত থেক, আর প্রার্থনা কর: হে আমার রব ! তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে তাঁরা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন (বনী ইসরাইল ১৭: ২৩)।"

পিতামাতার মধ্যে মায়ের মর্যাদা ও অবদানকে যথাযথ মূল্যায়ন করে ইসলাম। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ.

তিনি বলেন: এক ব্যক্তি রাসূল সা. -এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল: হে আল্লাহর রাসূল! আমার সদাচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? উত্তরে তিনি বলেন: তোমার মাতা। লোকটি জিজ্ঞাসা করল: তারপর কে? তিনি বললেন: তোমার মাতা। লোকটি আবার বলল: তারপর কে? তিনি বললেন: তোমার মাতা। লোকটি চতুর্থবার জিজ্ঞাসা করল: তারপর কে? জবাবে এবার তিনি বললেন: তোমার পিতা(মুসলিম)। আলোচ্য হাদীসে আমরা দেখতে পাই, ইসলাম পিতার চেয়ে মাতাকে তিনগুণ মর্যাদা প্রদান করেছে।

ইসলাম সন্তানকে পিতামাতার বৈধ আদেশের আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করেছে। মা-বাবার প্রতি অবাধ্যতাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে মুগীরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু- বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

عن المغيرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات...

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মায়ের প্রতি অবাধ্যতা হারাম করেছেন(মুসলিম)।

## ২. নারীর অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষায় পশ্চিমা সভ্যতা ও সিডও সনদ

### ২.১ *নারী সম্পর্কে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক পর্যালোচনা*

ইসলামে নারীর সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

'হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারী করে। আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরকে পরিচয় দিতে পারো। নিশ্চয় তোমাদের মাঝে আল্লাহর নিকট সে অধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞ।

অথচ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সিডও সনদে তাকওয়ার কোনো মূল্যই নেই! একজন তাকওয়াবান নারী নিতান্তই মূল্যহীন। এছাড়াও ইসলামে নারীকে এমন কিছু বিষয়ের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়, পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে যার কোনো মূল্যই নেই। আমরা নিম্নের আয়াতটির সাথে যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা, জাতিসংঘ, সিডও, ফেমিনিজম, নারী অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ প্রভৃতির চাহিদাকে মিলিয়ে নিই তাহলে-ই বুঝা যাবে এরা আসলে কী চায়?

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীরা, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারীরা, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারীরা, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারীরা, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারীরা, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারীরা, সিয়াম

পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারিণী নারীরা, লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারিণী নারীরা এবং অধিক জিকিরকারী পুরুষ ও অধিক জিকিরকারিণী নারীরা-আল্লাহ তাদের সকলের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান (আল হুজুরাত, ১৩)।"

এ সবকিছুই তাদের কাছে মূল্যহীন। মুসলিম নারী, মুমিন নারী, অনুগত নারী, সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীলা নারী, বিনয়ী নারী, দানশীলা নারী, সিয়াম পালনকারিণী নারী, লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারিণী নারী, অধিক জিকিরকারিণী নারী- কারোরই কোনো মূল্য নেই এদের কাছে। কারণ এসব গুণে গুণান্বিত নারীরা পাশ্চাত্য সভ্যতার কোনো কাজেই আসবে না। বরং তাদের লক্ষ্য এসবের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা চায়, নারী তার লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ না করুক। তাই তাদের কাছে নারীর মূল্যায়নযোগ্য বিষয় হলো- নারীর শারীরিক কাঠামো (ইয়াদ কুনাইবী: ২০২৩) । আর বাইরে যদি কিছু মূল্যায়নযোগ্য হয়ে থাকে তবে তা হলো নারীর পার্থিব বস্তুগত উন্নতি। তার কর্মসংস্থানের পারফরমেন্স। পুরুষের সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এ জন্যই তারা প্রচার চালাচ্ছে, মুসলিম বিশ্বের যেসব নারী সংসার দেখাশোনা ও সন্তান প্রতিপালনে ব্যস্ত, তারা বেকার। এসব নারীকে তারা তাদের পরিসংখ্যানে বেকার হিসেবে উল্লেখ করে। বাড়িতে নারীর অবস্থানকে তারা পশ্চাৎপদ চিন্তা হিসেবে সাব্যস্ত করে। এ জন্যই তারা পেশাজীবী নারীর সফলতাকে ফোকাস করে বেড়ায়।

তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদনের শিরোনাম থাকে-প্রথম নারী ড্রাইভার, প্রথম নারী পাইলট, প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী, প্রথম নারী মেকানিক, প্রথম নারী প্রকৌশলী, প্রথম নারী পরিচ্ছন্নতাকর্মী ইত্যাদি। যে ধরনের কাজই হোক না কেন-চাই তা গুরুত্বপূর্ণ হোক বা না হোক- এসবকে তারা গুরুত্বের সাথে প্রচার করে থাকে। আর যে নারী ঘরের ভেতর তার সন্তানকে প্রতিপালন করে, তাকে শিক্ষা দেয়, তার চিন্তা ও বিশ্বাসকে গঠন করে, তাকে নৈতিকতা ও শিষ্টাচার শেখায়, স্বামীর জন্য প্রশান্তি বয়ে আনে, পরিবারের সকল সদস্যের জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে- এই নারী তাদের কাছে বেকার। এই হলো তাদের বিবেচনাবোধ। যে নারী ঈমান, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে কাজ করে তার কোনো মূল্য নেই! কারণ ঈমান, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব তাদের শত্রু। তাদের উদ্দেশ্য অর্জনের পথে বড় বাধা। আর যেসকল মুমিন নারীরা তাদের নৈতিকতা ও আদর্শের মানদণ্ড বজায় রেখে ডাক্তার, শিক্ষিকা বা গবেষক হিসেবে কাজ করে- তুলনামূলক তাদেরও কোনো মূল্য নেই। কিন্তু সে যদি ইসলামের আদর্শ ও নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক কিছু করে, তাহলে সেটাই হয়ে যায় তাদের কাছে সাহসিকতা। বরং বর্তমানে তো তারা সরাসরি নারীর নেকাবকে নিষিদ্ধ করার কাজে নেমেছে। নেকাব পরার কারণে তারা বহু নারীকে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্র থেকে বহিষ্কার করেছে। শিক্ষার্থী ও কর্মজীবি নারীদেরকে নানাভাবে হয়রানি করছে। হিজাব-নেকাব পরিহিত নারীদেরকে হয়রানি করার কাজটি তাদের দৃষ্টিতে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধক নয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারীর নিজ জীবনযাত্রার ব্যয়ভার নিজেকেই বহন করতে হয়। এজন্য হেন কোন কাজ নেই যা তাকে করতে হয় না। এমনকি অনেক নারীকে নিজ সম্ভ্রম বিক্রি করে নিজের জীবন ধারণের মতো মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হয়। অথচ মুসলিম নারীর সম্পদে রয়েছে তার একচ্ছত্র অধিকার। তার সম্পদে স্বামী বা পিতা কারোরই হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই। কোনো নারী প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পরও যদি সে দরিদ্র হয় তাহলে তার ব্যয়ভার বর্তাবে তার পিতা বা ভাইয়ের উপর। যদি পিতা বা ভাই কেউ না থাকে সেক্ষেত্রে (পর্যায়ক্রমে) নিকটাত্মীয়দের উপর। বিবাহ পরবর্তী সময়ে তার সকল দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত হবে স্বামীর উপর। যদিও স্বামী সম্পদহীন সাধারণ শ্রমিক হয় আর স্ত্রীর অঢেল সম্পদ থাকে। এর বিপরীতে একজন পশ্চিমা নারী বাহ্যত স্বাধীন হলেও সে পরাধীন। তাকে সম্মানিত মনে হলেও আসলে সে লাঞ্ছিত। পশ্চিমা সভ্যতায় একজন নারী প্রাপ্তবয়স্কা হলে পিতা তার দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। তার জন্য পিতার বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তখন নিরূপায় হয়ে একাই জীবন সাগরে ঝাঁপ দেয়। সে শ্রমের বিনিময়ে জীবন নির্বাহ করবে না শরীরের বিনিময়ে, তা পিতামাতার ভাববার বিষয় নয়। গোটা পশ্চিমা বিশ্বের চিত্র বর্তমানে এমনই(আলী তানতাবী: ২০১৪)।

বর্তমানে পশ্চিমা সমাজে নারী বিবাহের মত পবিত্র বন্ধন থেকে বঞ্চিত। যার ফলে সে হারাচ্ছে পরিবার ও তার ভরণ-পোষণের দায়িত্বশীলকে। বঞ্চিত হয়েছে জীবিকার নিরাপত্তা থেকে, মাথার উপরের নিরাপদ ছায়া থেকে। ফলে জীবন ধারণের জন্য সে গ্রহণ করেছে সব ধরণের পেশা, হীন থেকে হীনতার কাজ। সে আজ কারখানার শ্রমিক, রোদে খাটা কৃষক, পথের ঝাড়ু দার। একজন মুসলিম নারী যখন বিবাহের বয়সে উপনীত হয় তখন পুরুষ তার জন্য বিবাহের প্রস্তাব পাঠায় এবং তার পর্যন্ত

পৌঁছতে পুরুষকে মোটা অংকের মোহর পরিশোধ করতে হয়। স্বামী প্রদত্ত এ সম্পদ নারীর একার, এর একমাত্র মালিক সে। আর পশ্চিমা নারী! তার নিজেকেই ছুটতে হয় পুরুষ সঙ্গীর খোঁজে। তারপর ঐ পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছতে তাকে শতবার হোঁচট খেতে হয়। কখনো কখনো এমন তীব্র হোঁচট খায় যে, জীবনটাও হারাতে হয়। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য অনেক সময় স্বামীকে মোটা অংকের অর্থ দিতে হয়। এ যেন স্ত্রী তার স্বামীকে মোহর দিচ্ছে।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, মুসলিম সমাজে স্বামী শুধুই তার স্ত্রীর জন্য; তার স্বামীতে কোনো গার্লফ্রেন্ড বা বান্ধবীর কোনো অধিকার নেই। তেমনি স্ত্রীও শুধুই তার স্বামীর জন্য; বয়ফ্রেন্ড বা বন্ধুর কোনো হস্তক্ষেপ সেখানে চলবে না। সে একান্তই তার স্বামীর, তার স্বামী একান্তই তার। সে স্বামী ছাড়া কারো সামনে নিজেকে সঁপে দেবে না। তার হেরেমে স্বামী ছাড়া কেউ প্রবেশ করবে না। তার আদ্যোপান্ত স্বামী ছাড়া কেউ জানবে না। অথচ এই পবিত্রতা ও চারিত্রিক শুদ্ধতাকে পশ্চিমা সমাজ দোষণীয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। কিন্তু আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। আমাদেরকে চলতে হবে আল্লাহ যেভাবে চান সেভাবে। পশ্চিমা সভ্যতা যেভাবে চায় সেভাবে আমরা বা আমাদের নারীরা চলতে পারে না।

### ২.২ *অবাধ নারী স্বাধীনতা বনাম ইসলাম*

নারী নির্যাতনের সমাধান হিসাবে পশ্চিমা বিশ্ব সমস্ত পৃথিবীব্যাপী ফ্রিডম বা স্বাধীনতার ধ্যান-ধারণাকে জোরের সাথে প্রচার করলেও, প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার শঠতাপূর্ণ শ্লোগানে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পশ্চিমের নারীরা হয়েছে এক অভিনব দাসত্বের শিকার। বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা, সুপার হিট হলিউড মুভি, নামী-দামী ফ্যাশন ম্যাগাজিন কিংবা চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপনের সাহায্যে তাদের মুক্ত-স্বাধীন নারীদেরকে তারা মুসলিম বিশ্বে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করছে। তাদের ইলেক্ট্রনিক আর প্রিন্ট মিডিয়াতে আধুনিকা নারীদের দেখলে মনে হয় জীবনের সবক্ষেত্রেই তারা প্রচন্ড রকম স্বাধীন। স্বাধীন সমাজে তাদের ভূমিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, স্বাধীন পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে কিংবা স্বাধীন পুরুষের সাথে সম্পর্ক তৈরীর ক্ষেত্রে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, তাদের শরীরের ওজন, প্রতিটি অঙ্গের মাপ, পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে সাজসজ্জা পর্যন্ত সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় ফ্যাশন, ডায়েট কিংবা কসমেটিকস ইন্ডাস্ট্রীর দ্বারা। সমাজের নির্দেশ মানতে গিয়ে তারা নিজেকে পরিণত করে সস্তা বিনোদনের পাত্রে। আর, মুক্ত-স্বাধীন হবার জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে কাঁধে তুলে নেয় জীবিকা উপার্জনের মতো কঠিন দায়িত্ব।

পুঁজিবাদী সমাজ নারীকে দেখে নিরেট ভোগ্যপণ্য ও মুনাফা হাসিলের উপকরণ হিসাবে। ফলে, নারী সমাজের কোন সম্মানিত সদস্য হিসাবে বিবেচিত না হয়ে, সমাজে প্রচলিত অন্যান্য পণ্যের মতোই পরিণত হয় বিকিকিনির পণ্যে। আর হীন স্বার্থ সিদ্ধির মোহে অন্ধ মানুষ নারীর দৈহিক সৌন্দর্যকে পুঁজি করে চালায় জমজমাট ব্যবসা। বস্তুতঃ নারীর প্রতি এ জঘন্য দৃষ্টিভঙ্গীর প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসাবে স্বেচ্ছাচারী মানুষ শুধুমাত্র লাভবান হবার জন্য শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র সকল নারীকেই করে নির্যাতিত।

মুক্ত সমাজ, মুক্ত মানুষ, মুক্ত অর্থনীতি ইত্যাদি পশ্চিমা পুঁজিবাদী জীবনদর্শনের মূলমন্ত্র হলেও, মুক্ত সমাজের মুক্ত জীবনের ধারণা নারীকে মুক্তি দেয়নি বরং বহুগুনে বেড়েছে তার উপর অত্যাচার আর নির্যাতনের পরিমাণ। বাস্তবতা হলো, ফ্রিডম বা স্বাধীনতার ধারণা পশ্চিমা সমাজের মানুষকে ঠেলে দিয়েছে স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন এক জীবনের দিকে। যেখানে স্বাধীনতার অপব্যবহারে নির্যাতিত হচ্ছে নারীসহ সমাজের অগণিত মানুষ। জবাবদিহিতার অনুপস্থিতিতে এক মানুষের স্বাধীনতা হচ্ছে অন্য মানুষের দাসত্বের কারণ। আর, ব্যক্তি স্বাধীনতার চূড়ান্ত অপপ্রয়োগে তাদের সমাজে বাড়ছে খুন, ধর্ষণ, যৌন হয়রানী ও পারিবারিক সহিংসতাসহ সকল প্রকার নারী নির্যাতন। এছাড়া, সীমাহীন স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে বড় বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলোও শুধুমাত্র লাভবান হবার জন্য নারীকে পরিণত করছে নিখাদ ভোগ্যপণ্যে। বর্তমান নারী সমাজ যে সকল ক্ষেত্রে নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হচ্ছে সেগুলো হলো-

১. **ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির নির্যাতন** (টাইম ম্যাগাজিন)
২. **ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি** (NCADV STATISTICS )
৩. **কর্মক্ষেত্রে হয়রানি (**ইউরোপিয়ান উইমেনস লবি)

৪. **পারিবারিক সহিংসতা** (ইউএস জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট: ১৯৯৮)
৫. **কুমারী মায়েদের যন্ত্রনা** ((NCADV STATISTICS)
৬. **কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নির্যাতন** (ইউ.এস গর্ভমেন্ট অ্যাকাউন্টেবিলিটি অফিস )
৭. **পর্ণোগ্রাফি ইন্ডাস্টি** (NCADV STATISTICS )

### ২.৩ *নারীর ক্ষমতায়ন ও ইসলাম*

পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারীর ক্ষমতায়নকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। সামাজিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন বলতে তারা বোঝায়, নারীকে স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী হতে হবে। পরিবারের প্রতি নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। তাকে পুরুষের প্রতিপক্ষের ভূমিকায় যেতে হবে। নিজের উপর যেকোনো পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। যদি কোথাও তাদের এসব উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্টভাবে বলার পরিবেশ না থাকে, তখন তারা নারীকে অন্যভাবে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে। নারীর সামনে স্বাধীনতার বুলি আওড়িয়ে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করে। যখন এই নারী তার পশ্চিমা বোনদের মতো স্বাধীন হয়ে যাবে- যে স্বাধীনতার নগ্নরূপ আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, তখন তার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার প্রয়োজন হবে। কারণ, তাকে পুরুষের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে হবে। নিজেকে তার থেকে অমুখাপেক্ষী করতে হবে। যাতে পুরুষ তার কোনো বিষয়ে নাক গলাতে না পারে। তার কোনো অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে না পারে। তার স্বাধীনতায় কোনো হস্তক্ষেপ করতে না পারে। তার যৌনস্বাধীনতা, গর্ভপাতসহ কোনো বিষয়েই যেন পুরুষের কোনো কর্তৃত্ব না থাকে। এ জন্যই তাকে দ্বিতীয় ধাপটিতে পা দিতে হবে। আর তা হলো অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা।

এ জন্য তারা নারীকে ঋণ দিতে শুরু করল। যাতে তারা স্বাবলম্বিতার পথে আরেকধাপ অগ্রসর হতে পারে। তাদেরকে সকল ক্ষেত্রে নিঃশর্ত কাজ করার সুযোগ তৈরি করে দিলো। শরয়ি বা সামাজিক কোনো আপত্তিকে ভ্রুক্ষেপ করল না। তৃতীয় পদক্ষেপ হলো রাজনৈতিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন। যাতে নারী স্বাধীনতার এই চিন্তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা একটি সাধারণ চিন্তায় পরিণত হয়। তাদের মতে, প্রথম দুটি ধাপ হলো নারীর সুখের জন্য অবশ্যক। আর তৃতীয় ধাপটি হলো, অন্যসব নারীকে সচেতন করা ও তাদেরকে প্রকৃত সুখের সন্ধান দেয়ার লক্ষ্যে করা প্রয়োজন।

নারীর ক্ষমতায়নে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারণার সাথে ইসলামী শরী'আহভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। কেননা পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীকে পুরুষের প্রতিপক্ষ হিসেবে নিরূপণ করতঃ পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করতে চায়। কিন্তু ইসলামী জীবন ব্যবস্থা নারীকে পিতৃস্নেহ, ভাইয়ের আন্তরিক দায়িত্বপূর্ণ ছায়া ও স্বামীর ভালোবাসার অধীনে সম্মান ও নিরাপত্তার সাথে জীবন পথে চলতে শেখায়। মীরাস ও মোহরানার মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করে। শালীন ও মর্যাদাপূর্ণ পোশাকের ব্যবহার আবশ্যক করে নারীর সম্মান ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ঘরের দায়িত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি ও সম্মান দেয়। এভাবে নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতিপক্ষ না হয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল ভালোবাসাময় সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য উপযুক্ত আবাসস্থল হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

## ৩. *CEDAW (সিডও) সনদে উল্লিখিত নারী অধিকার*

CEDAW সনদের মোট ধারা (article) ৩০টি। বর্তমান সমাজে নারী ও পুরুষের মাঝে বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মতিক্রমে 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যদূর করে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ সনদটি গৃহীত হয়।সিডও সনদের প্রথম দশটি ধারা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

***অনুচ্ছেদ-১***

এই কনভনেশন, "নারীর প্রতি বৈষম্য" বলতে বুঝাবে পুরুষ নারী ভিত্তিতে যে কোন পার্থক্য, বঞ্চনা অথবা বিধি নিষেধ যার মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক অথবা অন্য যে কোন ক্ষেত্রে মৌলিক স্বাধীনতা

স্বীকার করে নেয়া, তা ভোগ করা অথবা বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে নারীর দ্বারা তার ব্যবহার বা চর্চা, ক্ষতিগ্রস্থ অথবা দরকার মত প্রভাব বা উদ্দশ্যে রয়েছে।

*অনুচ্ছেদ -২*

এই কনভেনশনে রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নারীর প্রতি সকল বৈষম্যের নিন্দা করে এবং উপযুক্ত সকল উপায় ও অবিলম্বে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের একটি নীতি অনুসরণে সম্মত হয়। এই লক্ষ্যে তারা যা যা করবে বলে অংগীকার করে তা হচ্ছে -

ক) পুরুষ ও নারীর সমতার নীতি তাদের জাতীয় সংবিধান অথবা অন্য কোন উপযুক্ত আইনে ইতোমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকলে তা অন্তর্ভুক্ত করা এবং আইনের মাধ্যমে ও অন্যান্য উপযুক্ত উপায়ে এই নীতির প্রকৃত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

খ) নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করে উপযুক্ত ক্ষেত্রে আইন মানতে বাধ্য করার ব্যবস্থাসহ যথোপযুক্ত আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ) পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে নারীর অধিকারসমূহের সুরক্ষা আইনগতভাব প্রতিষ্ঠা করা এবং উপযুক্ত জাতীয় আদালত ও অন্যান্য সরকারী প্রতষ্ঠানের মাধ্যমে যে কোন বৈষ্যম্য থেকে নারীকে রক্ষা কার্যকরভাব নিশ্চিত করা;

ঘ) নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক যে কোন কর্মকান্ডে নিয়োজিত হওয়া থেকে বিরত থাকা এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে এই দায়িত্ব অনুসারে কাজ করে তা নিশ্চিত করা;

ঙ) কোন ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান যাতে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে না পারে তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

চ) প্রচলিত যেসব আইন, বিধি, প্রথা ও অভ্যাস নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে সেগুলো পরিবর্তন অথবা বাতিল করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ছ) যে সব জাতীয় দন্ড বিধান নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে সেগুলো বাতিল করা।

*অনুচ্ছেদ -৩*

পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে মানবাধিকার ও মৌলিক অধকিারসমূহ প্রয়োগ ও ভোগে নারীকে নিশ্চয়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং নারীর পূর্ণ উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, রাষ্ট্রপক্ষসমূহ সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

*অনুচ্ছেদ- ৪*

পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে,রাষ্ট্রপক্ষসমূহ কোন অস্থায়ী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা এই কনভেনশনে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী বৈষম্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। তবে এসব ব্যবস্থা গ্রহণ কোন ভাবেই অসম অথবা পৃথক মান বজায় রাখার ফল হিসেবে যুক্ত হবে না; সুযোগ ও আচরণের সমতার লক্ষ্য অর্জিত হলে এসব ব্যবস্থা রহিত করা হবে। রাষ্ট্রপক্ষসমূহ মাতৃত্ব রক্ষার লক্ষ্যে এই কনভনেশনে বর্ণিত ব্যবস্থাসহ কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা বৈষম্যমূলক বলে বিবেচিত হবে না।

*অনুচ্ছেদ- ৫*

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নিচে যেসব বিষয় বর্ণনা করা হয়ছে সেগুলোর জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে :

(ক) পুরুষ ও নারীর মধ্যে কেউ উৎকৃষ্ট অথবা কেউ নিকৃষ্ট এই ধারণার ভিত্তিতে কিংবা পুরুষ ও নারীর চিরাচরিত ভূমিকার ভিত্তিতে যেসব কুসংস্কার, প্রথা ও অভ্যাস গড়ে উঠেছে সেগুলো দূর করার লক্ষ্যে পুরুষ ও নারীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচরণের ধরন পরিবর্তন করা;

খ) মাতৃত্বকে একটা সামাজিক কাজ হিসেবে যথাযথভাবে বিবেচনা এবং সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই মূল বিবেচ্য বিষয়- এ কথা স্মরণ রেখে সন্তান-সন্ততির লালন পালন ও উন্নয়ন এবং পুরুষ ও নারীর অভিন্ন দায়িত্বের স্বীকৃতির বিষয় যাতে পারিবারিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা নিশ্চিত করা।

***অনুচ্ছেদ -৬***

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নারীকে নিয়ে সব ধরনের অবৈধ ব্যবসা এবং দেহ ব্যবসার আকারে নারীকে শোষণ দমন করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

***অনুচ্ছেদ-৭***

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ দেশের রাজনৈতিক ও জনজীবনে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিশেষ করে পুরুষের সঙ্গে সমান শর্তে যে সব ক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত করবে সে গুলো হচ্ছে-

ক) সকল নির্বাচন ও গণভোটে ভোটদান এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থাসমূহের নির্বাচন প্রতিদ্বন্দিতায় উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া;

খ) সরকারী নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে অংশ গ্রহণ এবং সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হওয়া ও সরকারের সকল পর্যায়ে সরকারী কাজকর্ম সম্পাদন;

গ) দেশের জনজীবন ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেসরকারী সংস্থা ও সমিতিসমূহের কাজে অংশগ্রহণ।

***অনুচ্ছেদ- ৮***

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ পুরুষের সঙ্গে সমান শর্তে এবং কোন রকম বৈষম্য ছাড়াই নারীর জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজ নিজ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কাজ কর্মে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

***অনুচ্ছেদ -৯***

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ জাতীয়তা অর্জন, পরিবর্তন অথবা তা বজায় রাখতে নারীকে পুরুষের মতই সমান অধিকার প্রদান করবে। রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে নিশ্চিত করবে যে একজন বিদেশীর সঙ্গে বিবাহ অথবা বিবাহ চলাকালে স্বামীর জাতীয়তা পরিবর্তনের ফল স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে স্ত্রীর জাতীয়তা পরিবর্তিত হবে না, তাকে জাতীয়তাহীন করবে না অথবা জাতীয়তা গ্রহণে তাকে বাধ্য করা হবে না। রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নারীকে তাঁর সন্তান-সন্ততির জাতীয়তার ক্ষেত্রে পুরুষের মতই সমান অধিকার প্রদান করবে।

***অনুচ্ছেদ -১০***

শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দশ্যে, বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে যেসব বিষয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেগুলো হচ্ছে-

ক. কর্মজীবন ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা, পল্লী ও শহরাঞ্চলে সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ ও ডিপ্লোমা লাভের সুযোগের জন্য একই শর্তাবলী; স্কুল-পূর্ব, সাধারণ, কারিগরী, পেশাগত ও উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা, সেই সাথে সকল ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে এই সমতা নিশ্চিত করা;

খ. সহশিক্ষা এবং পুরুষ ও নারীর ভুমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণা দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক অন্য ধরনের শিক্ষা উৎসাহিত করার মাধ্যমে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয় কর্মসূচী সংশোধন এবং উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে এবং সকল ধরনের শিক্ষায় পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত যে কোন ধারণা দূরীকরণ;

গ. বৃত্তি এবং অন্যান্য শিক্ষা মঞ্জুরী লাভবান হওয়ার একই সুযোগ প্রদান;

ঘ) বয়স্ক ও  কর্মমূলক শিক্ষা কর্মসূচীসহ শিক্ষা অব্যাহত রাখার কর্মসূচী, বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান যে কোন দূরত্ব সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রণীত কর্মসূচীসমূহে সুযোগ লাভের একই সুবিধা প্রদান;

ঙ. ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানো এবং যেসব বালিকা ও মহিলা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেছন তাদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীর আয়োজন;

চ. খেলাধূলা ও শারীরিক শিক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের জন্য একই সুযোগ প্রদান;

ছ. পরিবারে স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে পরবিার পরকিল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও পরামর্শসহ নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি।

১৯৮০ সালের ১ মার্চ থেকে এই সনদে স্বাক্ষর শুরু হয় এবং ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর থেকে সনদটি কার্যকর হয়। সুতরাং সিডও জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ও ঘোষিত একটি সনদ। এর মূল বিষয় হচ্ছে, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ বা দূরীকরণ। যেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক সব ক্ষেত্রে নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। বর্তমানে এটি আইনগত ভিত্তি নিয়ে একটি কনভেনশন আকার লাভ করেছে। এ সনদটি মূলত তিনটি প্রেক্ষিত থেকে সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেয়।

ক. নারীর নাগরিক অধিকার ও আইনি সমতা নিশ্চিতকরণ, যার মাধ্যমে নারী গণজীবনে ও সমাজে পুরুষের সমপর্যায়ে সব সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

খ. নারীর প্রজনন ভূমিকাকে সামাজিক ভূমিকা হিসেবে গণ্য করা, যাতে প্রজননের কারণে নারীকে কোণঠাসা না করে এ ক্ষেত্রে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া।

গ. আচার-প্রথা, সংস্কার ও বিধি যা নারীর জেন্ডার ভূমিকা নির্ধারণ করে, তা বাতিল করা। পরিবার ও সমাজে শুধু 'মানুষ' হিসেবে নারীকে গণ্য করা এবং পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা (UNDPI)

সিডও একমাত্র আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সনদ, যা শুধু নারী সংক্রান্ত। জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ৬০টির অধিক সনদ বা চুক্তির মধ্যে ৭টি সনদকে মৌলিক বা মানবাধিকার চুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তার মধ্যে সিডও সনদ অন্যতম। বিশ্বের ১৮৬টি সদস্য রাষ্ট্র সিডও সনদে স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে সিডও সনদে স্বাক্ষর করে।

### *৩.১ সিডও সনদের ধারাসমূহের বিভাজন*

সিডও সনদে ৩০টি ধারা আছে। এই ৩০টি ধারা তিনটি ভাগে বিভক্ত।

ক. ১ থেকে ১৬ ধারা- নারী-পুরুষের সমতা সম্পর্কিত,

খ. ১৭-২২ ধারা- সিডও কর্মপন্থা ও দায়-দায়িত্ব বিষয়ক এবং

গ. ২৩ থেকে ৩০ ধারা- সিডও প্রশাসন সংক্রান্ত।

### *৩.২ CEDAW (সিডও) সনদে প্রণীত শরীয়াহ বিরোধী ধারাসমূহ*

সিডও সনদ প্রণয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইসলামী শরী'আহ নির্দেশিত জীবন-ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সনদের অধিকাংশ ধারাই শরয়ী জীবনব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক। বিশেষত অনুচ্ছেদ-২ -এ পুরুষ ও নারীর সমতার নীতি, অনুচ্ছেদ- ৭, অনুচ্ছেদ- ৮ -এ পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা, অনুচ্ছেদ ১০ (খ) ও (চ) তে সহশিক্ষা এবং খেলাধুলা ও শারীরিক শিক্ষার ধারণা, অনুচ্ছেদ ১৩ (খ) ও (গ) তে ঋণ গ্রহণ ও প্রচলিত বিনোদনমূল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, অনুচ্ছেদ -১৫ এর ধারা (২) এ বর্ণিত বিষয়াবলী, অনুচ্ছেদ ১৫ তে নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক ক্ষমতা প্রদান ও উত্তরাধিকারে সমতা নিশ্চিত করণ, অনুচ্ছেদ ১৬ তে পরিবার গঠন সংক্রান্ত বিধিসমূহে ইসলামী পারিবারিক আইনের সাথে সাংঘর্ষিক ধারা বিদ্যমান রয়েছে।

### *৩.৩ ইসলামী শরী'আহর আলোকে সিডও সনদ পর্যালোচনা*

সিডও সনদে নারীর অধিকার ও মর্যাদার সুরক্ষায় যে সকল ধারা-উপধারা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

১. ইসলাম সমর্থিত যৌক্তিক ধারা-উপধারাসমূহ।
২. ইসলাম বিরোধি ধারা-উপধারাসমূহ।
৩. এমন বিষয়াবলী যেগুলো নারী পুরুষ সকলের প্রাপ্য অধিকার।
৪. অযৌক্তিক ধারাসমূহ।

### *৩.৩.১ CEDAW (সিডও) সনদে প্রণীত শরীয়াহ বিরোধী ধারাসমূহ পর্যালোচনা*

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে নারী-পুরুষ দু'ভাগে বিভক্ত করে তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও অধিকার ঠিক করে দিয়েছেন এবং একমাত্র ইসলামী বিধানেই নারী-পুরুষ উভয়ের মুক্তি ও সফলতার নিশ্চয়তা রয়েছে। তথাপি **'সিডও'** সনদ ধর্মকে-ই তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। এই সনদের ধারাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নারীকে ধর্মীয় গন্ডির বাইরে

আনাই তাদের মূল লক্ষ্য। কথিত মুক্তি ও উন্নয়নের নামে মাতৃজাতিকে আল্লাহ-রাসূলের বিধান থেকে সরিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

'সিডও' সনদের অনুচ্ছেদ-২ এ নারী পুরুষের সমতার কথা বলা হয়েছে। অথচ আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষকে ইনসাফপূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করেছেন। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে নারীদেরকে পুরুষের চেয়ে বেশি অধিকার দিয়েছেন। যেমন, কন্যাসন্তানের খোরপোষ পিতা বা অভিভাবককে বহন করতে হয় তার বিয়ে হওয়া পর্যন্ত অথচ ছেলের বেলায় তা হলো বালেগ হওয়া পর্যন্ত। বিবাহের সময় স্ত্রীকে মোহর দেওয়া হয় স্বামীর দায়িত্বে, এক্ষেত্রে স্ত্রীর কোনো দায়িত্ব নেই। বিবাহের পর স্ত্রী ও সন্তানদের খোরপোষ বহন করতে হয় স্বামীকে, স্ত্রীকে এমন কোনো দায়িত্ব নিতে হয় না। আবার অনেক বিষয় রয়েছে যেখানে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে পুরুষকে। নারীবাদীদের কৃত্রিম ক্ষমতায়নের চেষ্টা সত্ত্বেও বাস্তব জীবনে এখনো বিশ্বব্যাপী এর প্রতিফলন দেখা যায় নি। সুতরাং সমতা, সমান অধিকার ও সাম্যের শব্দগুলো একেবারেই অবান্তর। তার স্থলে হওয়া দরকার ন্যায্য, ইনসাফভিত্তিক ইত্যাদি শব্দ।

অনুচ্ছেদ- ৮ -এ নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা বলতে নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখা, প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর জন্য সরকারি চাকরিতে প্রবেশ সহজ করার জন্য নির্ধারিত পরিমাণ কোটা সংরক্ষণ করা, নারীদেরকে চুক্তিভিত্তিক ও পার্শ্ব প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। এভাবে নারীর ক্ষমতায়নের নামে বিভিন্ন দেশের আইন পরিষদ ও প্রশাসনিক বিভাগে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো ও কোটা পদ্ধতির নামে যোগ্য ও উপযুক্ত প্রার্থী বাদ দিয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন নারীদেরকে নিয়োগ দেওয়ার নীতি সাধারণ নারীসমাজের উন্নয়নে তেমন কোনো ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে নি। জাতিসংঘের নারী-দশক ঘোষিত হয়েছে ১৯৭৫ সালে। এরও আগে থেকে একশ্রেণীর এনজিও ও নারীবাদী খেতাবধারী লোক তোড়জোড় করে আসছে নারীর তথাকথিত ক্ষমতায়নের জন্য। এই দীর্ঘ সময়ের প্রক্রিয়ায় সারাবিশ্বে সিডও সনদ ও অন্যান্য নারী নীতি নারীর ক্ষমতায়নের যে ধারণা দিয়েছে এবং তা দিয়ে নারী নির্যাতন ও তাদের প্রতি হওয়া সহিংসতা কী পরিমাণ নির্মূল করা গেছে তা আমরা পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে ইতোঃপূর্বে-ই দেখেছি। আজ পর্যন্ত জাতিসংঘ প্রধানের আসনে কোনো নারী আসীন হয় নি। গণতন্ত্রের প্রবক্তা আমেরিকায় আজ পর্যন্ত কোনো নারী প্রেসিডেন্ট হতে পারে নি। আমেরিকার প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটে নারীর সংখ্যা অতি নগন্য। বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণর হিসেবে কেনো নারী নেই। আসলে নারীবাদী এসকল নীতিমালা ও প্রচারণা মূলত এলিট শ্রেণির নারীদের এক ধরণের কৌশল। নারী ক্ষমতায়নের ধুয়া তুলে তারা নিজেরাই সাধারণ জনগণের অর্থে পরিচালিত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা লুফে নিতে চায়। এরূপ জবরদস্তি ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা দ্বারা শুধু এলিট শ্রেণীর নারীদেরই স্বার্থ হাসিল হয়। সাধারণ নারী সমাজের কোনোই লাভ হয় না। কারণ সংরক্ষণ ও কোটার বদৌলতে কিছু লোক চেয়ার পেয়ে গেলেও এতে সাধারণ নারীসমাজের ক্ষমতায়ন তো দূরের কথা, তাদের সামান্য উপকারও হয় না।

অনুচ্ছেদ ১০ (খ) ও (চ) তে সহশিক্ষা এবং খেলাধুলা ও শারীরিক শিক্ষার ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী নারী-পুরুষ উভয়ই জ্ঞানার্জন করবে। ইসলামের সোনালী যুগে উম্মাহাতুল মুমিনীন ও অনেক নারী সাহাবী ও তাবেয়ী এমন ছিলেন যে, ইসলামী জ্ঞানে পুরুষদের তুলনায় তাদের অবদান অনেক বেশি। তবে নারীদের জ্ঞানার্জনের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সহশিক্ষার প্রচলিত ব্যবস্থা ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী হারাম। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নারী শিক্ষার উন্নয়নের তুলনায় নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানি ও নারী-পুরুষের চারিত্রিক অধঃপতন-ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারী সম্পর্কে পরিবার ও সমাজে নেতিবাচক মানসিকতা ছড়িয়ে পড়ছে। এছাড়াও খেলাধুলা ও শারীরিক শিক্ষার যে ধারণার প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে তা কোনোভাবে-ই একজন নারীর উপযোগী নয়। বরং পুরুষের খেলাধুলায় নারীকে নামিয়ে দিয়ে নারীত্বকে-ই অপমান করা হচ্ছে। যেন নারীকে পুরুষ বানানোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ইসলামী শরী'আহ এর পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞানও এরূপ কাজকে নিরূৎসাহিত করে থাকে (ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন) ।

অনুচ্ছেদ ১৩ (খ) এর আলোকে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার প্রলোভনে ঋণ গ্রহণের নামে ঋণের দুষ্ট ফাঁদে ফেলে নারীকে ঋণের জালে আবদ্ধ করা হচ্ছে। এভাবে যেসব নারীরা তাদের স্বামী, পিতা ও ভাইকে প্রতিপক্ষ বানাতে চায়, তাদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার জন্য সাধারণ ঋণ যথেষ্ট হয় না। এ পরিস্থিতিতে তারা সুদভিত্তিক ঋণ দেয়। এভাবে নারীকে এক খাঁচা থেকে আরেক খাঁচায় বন্দি করা হয়। আর বলা হয়, তুমি তো পুরুষের সমান।

কিন্তু যখন নারীরা এই ঋণ পরিশোধ করতে পারে না, তখন তারা ব্যাপারটিকে ইসলামিকরণের চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে ইসলাম ঋণগ্রস্থ নারীদের সমস্যা সমাধানের জন্য জাকাত ও সাদাকাহ আদায়ে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। কেননা নারীকে সুদসহ ঋণমুক্ত করা জাকাত আদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ছোট ছোট মুসলিম দেশে এমন অসংখ্য ঋনগ্রস্থ নারী রয়েছে, যারা ঋণ পরিশোধের জন্য যে কোনো পেশা ও যেকোনো কাজে নামতে বাধ্য হচ্ছে। প্রয়োজনে তারা দ্বীন বিমুখ হয়ে যেতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না।

১৫ অনুচ্ছেদে নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক ক্ষমতা প্রদান ও উত্তরাধিকারে সমতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এটা কুরআনের বিধানের সম্পূর্ণ বিরোধি একটি আইন। নারীর খরচাদির সকল দায়িত্ব অন্যের উপর ন্যস্ত করার পরও ইসলাম ক্ষেত্রবিশেষে উত্তরাধিকার সম্পদের ক্ষেত্রে নারীকে পুরো অর্ধেক সম্পত্তির হকদার করেছে, সেখানে মুসলিম সমাজে এজাতীয় আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের কোনো সুযোগ নেই।

এছাড়া সিডও সনদের অনুচ্ছেদ- ১৬ তে পরিবার গঠন সংক্রান্ত বিধিসমূহ ইসলামী পারিবারিক আইনের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। নারী স্বাধীনতার নামে যেনা-ব্যভিচার, নারী-পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক, বিবাহ ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর মতো একত্রে বসবাস তথা লিভ টুগেদার, পরকীয়া ইত্যাদিকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। ইসলামী শরী'আহ বহির্ভূত এসকল নীতিমালা কোনোভাবেই নারী সমাজের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে না।

## ৪. মুসলিম হিসেবে নারী উন্নয়নের জন্য করণীয়

জাতিসংঘ প্রণীত 'সিডও' সনদের কল্পিত নারী উন্নয়নের পথের অনুসরণ মুসলিম দেশসমূহের ধর্মপ্রাণ নারীসমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। মাতৃজাতি নারীদেরকে পন্য বানিয়ে, বিনোদনের খোরাক বানিয়ে প্রতিনিয়ত অসম্মান করা হচ্ছে। বর্তমানে যেভাবে পুরুষের সাথে অসম প্রতিযোগিতায় তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে, তা আদতে মহিলাদের-ই সর্বনাশ করছে। পুঁজিবাদের ভয়াল ছোবলে মডেলের নামে নারীর যত্রতত্র ব্যবহার, বিনোদনের নামে নারীর অসম্মানজনক প্রচার, কাজের নামে সস্তা শ্রম আর সাহায্যের নামে তাদের থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে ৪০%-৫০% বা তার থেকেও অধিক হারে সুদ। মুসলমান নারীদের দারিদ্র্য ও ধর্মজ্ঞানহীনতার সুযোগে তাদের সাথে হারাম সুদি ব্যবসা করছে। দরিদ্র নারীদের তৈরি পোশাক অভিজাত শপে এনে বিক্রি করছে আকাশচুম্বি দামে এবং তাদেরকে মজুরি দিচ্ছে খুবই সামান্য। আর এ সবের নাম দেওয়া হয়েছে নারী স্বাধীনতা ও নারী উন্নয়ন।

এমন ভুল পথে না চলে প্রয়োজন ছিল, নারীর জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তবমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা কর এবং নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা, যেন তারা একে অন্যের হক চিনতে পারে এবং আল্লাহর বিধান মত চলে কাঙ্ক্ষিত সুখী-সমৃদ্ধির জীবন গড়তে পারে।

### *৪.১ শরী'আহ নির্দেশিত হকগুলোর প্রাপ্তি নিশ্চিত করা*

ইসলামী শরী'আহ নারীকে যেসকল অধিকার দিয়েছে সেগুলো পাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলেই কেবলমাত্র নারীর পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। নিম্নে ইসলামী শরী'আহ নির্দেশিত যে সকল হক নারীর জন্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন সেগুলো তুলে ধরা হলো-

#### *৪.১.১ মীরাস*

নারীর জন্য কুরআনে যে উত্তরাধিকার সম্পদ বরাদ্ধ করা হয়েছে তা থেকে অনেক নারী-ই বঞ্চিত হচ্ছে। কল্পিত নারী উন্নয়নের নীতিকথা পরিহার করে নারীদের প্রাপ্য মীরাস নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ইসলামের মীরাস ব্যবস্থায় বাবা-মা ও স্বামীর সম্পদে নারীর ন্যায্য হিস্যা রয়েছে। আবার তার উপর কারো ভরণ-পোষণের দায়িত্বও ন্যস্ত করা হয়নি। তা বাদ দিয়ে নারী-পুরুষের সমতার নামে মীরাসি সম্পদে সমান অধিকারের দাবি করা ইসলামী শরী'আহ ও সমাজ বাস্তবতায় কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

### *৪.১.২ মোহর*
মোহর নারীর প্রাপ্য হক। বিবাহের সময় নারীর জন্য নির্ধারিত এ সম্পদ আদায়ে এক ধরণের শিথিলতা আমাদের সমাজে পরিলক্ষিত হয়। অথচ সিডও সনদ বা নারী উন্নয়ন নীতিমালাসমূহের কোথাও এটা নিশ্চিত করার কথা নেই। আমাদের দেশে নারীর মোহরানা প্রাপ্তি নিশ্চিত কোনো আইনি ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয় নি। নারীর পারিবারিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হলে মোহর আদায়ের আইনি দুর্বলতা দূর করতে হবে।

### *৪.১.৩ সহশিক্ষামুক্ত নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা*
প্রয়োজনীয় দ্বীনি ও দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করা নারীর অন্যতম মৌলিক অধিকার। এজন্য ইসলামী শরী'আহ -এর আলোকে সহশিক্ষামুক্ত নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সময়ের দাবি। এরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শরীআহ সম্মত পরিবেশে প্রয়োজনীয় দ্বীনি ও দুনিয়াবী শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে হবে। নারীর মানসিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করত এমনভাবে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ দিতে হবে, যেন নারীজাতির ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

### *৪.২ যৌতুক বন্ধ করা*
সারাবিশ্বের অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে যৌতুক একটি অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যৌতুকের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি মানুষের মধ্যে খোদাভীতি সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যেন তারা এ হারাম দাবী না করে। এর পাশাপাশি কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবকদেরকে মেয়ে বিয়ের ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

### *৪.৩ পর্দা নিশ্চিত করা*
নারীগণ যেন শরী'আতের বিধান মতো পোশাক পরিধান করে চলে সে জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এর দ্বারা আল্লাহর হুকুম পালন করার পাশাপাশি মাতৃজাতির মর্যাদাও সংরক্ষিত হবে।

### *৪.৪ উত্যক্তকারীদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা*
বর্তমান বিশ্বে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, যৌনতা, যেনা-ব্যভিচারের মতো নিকৃষ্ট কাজকে-ই সর্বোতভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নারীদের উত্যক্ত করা, হয়রানি করা, ধর্ষণ করার মতো ভয়ংকর অপরাধ। এসকল অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। এসব বিষয়ে ইসলামের হুদুদ ও তা'যীর -এর চেয়ে উত্তম কোন ব্যবস্থা পৃথিবীতে নেই।

### *৪.৫ স্ত্রীর উপর যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধ করা*
আমাদের সমাজে ও পরিবারে স্ত্রীরা নানাভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। বিশেষত শাশুড়ি, ননদ প্রমুখ নারীদের হাতেই নারীরা বেশি নিগৃহীত হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে স্বামীরাও স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে থাকে। এসকল নির্যাতন বন্ধে সকলের মাঝে ইসলামের শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে খোদাভীতি সৃষ্টি করতে হবে এবং এসকল অপরাধ নির্মূলে শর'ঈ আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

### *৪.৬ বিনা কারণে তালাক দাতার শাস্তির ব্যবস্থা করা*
যারা একত্রে স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় কিংবা বিনা কারণে স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাদেরকেও ইসলামের বিধান অনুযায়ী কঠোর শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন।

### *৪.৭ দারিদ্র বিমোচন করা*
পুঁজিবাদি অর্থব্যবস্থার ফলে কিছু মানুষ ধনী হলেও সমাজের বৃহত্তর শ্রেণী সম্পদহীন হয়ে পড়ছে। এজাতীয় অর্থব্যবস্থার পরিবর্তে ইসলামী অর্থব্যবস্থা কার্যকর করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা দারিদ্র বিমোচনে গণীমত, ফাই, যাকাত, উশর, সাদাকাহ-ই একমাত্র কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। ক্ষুদ্র ঋণ, বৃহৎ ঋণ প্রভৃতি যে নামেই সুদভিত্তিক ঋণ দেয়া হোক না কেন, তা কখনোই দারিদ্র বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে নি। তাই দারিদ্র বিমোচনের মধ্য দিয়ে নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা চাইলে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

**উপসংহার**

পরিশেষে বলা যায়, জাতিসংঘ, বিভিন্ন নারী অধিকার সংস্থা ও মানবাধিকার সংস্থাসমূহের মুসলিম নারীকে মুক্ত করার কোনই অভিপ্রায় নেই। আল্লাহর কসম! তাদের তেমন কোনো উদ্দেশ্যই নেই। বরং আমাদের দুর্বলতা আর পরস্পর বিবাদের সুযোগে তারা আমাদের উপর বিচারক সেজে এসেছে। এ যেন বানরের হাতে রুটি ভাগ করার তামাশা।

তাই আসুন আমরা আমাদের রবের এই আয়াতকে আঁকড়ে ধরি:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"তোমরা সকলে একত্রে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না। স্মরণ করো! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের হৃদয়কে সমন্বয় করে দিলেন। ফলে তোমরা তাঁর নিয়ামতে পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা ছিলে জাহান্নামের গর্তের কিনারে। তখন আল্লাহ তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্পষ্ট করে দেন তাঁর নিদর্শনসমূহ। যাতে তোমরা পথপ্রাপ্ত হও। তোমাদের মধ্য থেকে একটি দল যেন কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করে। আর তারাই হলো সফলকাম(আলে ইমরান, ১০৩-১০৪)।"

তারা আমাদেরকে মিথ্যার দিকে বহু দিন আহ্বান করেছে। এখন আমরা তাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করব। আল্লাহ আমাদেরকে সে দায়িত্বই দিলেন:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'তোমাদের মধ্য থেকে একটি দল যেন কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করে। আর তারাই হলো সফলকাম (ূরা আলে ইমরান, ১০৪)।

এই সকল কথিত মানবাধিকার সংস্থাসমূহ আমাদের মাঝে এসেছে ফয়সালা করার জন্য। এটা সত্যিই আমাদের জন্য লজ্জাজনক। তাই আসুন আমরা আমাদের সঠিক পথে ফিরে যাই। পরস্পরের প্রতি অবিচার বন্ধ করি। নারী ও পুরুষ সকলে একে অপরের সহযোগী হয়ে যাই। কারণ, আমরা পরস্পরের প্রতি অবিচার করলে তারা দল আমাদের মাঝে ফয়সালা করতে আসার সুযোগ পায়। কেননা তারা আমাদেরকে জাহিলিয়াতের অন্ধকারে ফিরিয়ে নিতে চায়। আর আমাদের জন্য আল্লাহ-ই উত্তম ফয়সালাকারী। আল্লাহ বলেন:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"তারা কি জাহিলিয়াতের বিধান চায়? আর বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর চেয়ে কে উত্তম বিধানদাতা? (আল মায়িদাহ, ৫)"

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم-وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا-

"আল্লাহ তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে দিতে চান এবং তোমাদেরকে তাদের আদর্শে পথপ্রদর্শন করতে চান, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে। আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। আর যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে- তারা চায় যে, তোমরা অনেক বিচ্যুত হয়ে যাও। আল্লাহ তোমাদের উপর থেকে হালকা করতে চান। আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে(সূরা আন নিসা, ২৬-২৮)।

## তথ্যসূত্র (Sources)

আল কুরআনঃ সূরা আল-যারিয়াত ৫১:৪৯।
আল কুরআনঃ সূরা ইয়াসিন ৩৬ঃ ৩৬।
আল কুরআনঃ সূরা আত-ত্বীন ৯৫ঃ ৪।
আল কুরআনঃ সূরা আন-নিসা ৪ঃ ১।
আল কুরআনঃ সূরা আল-ইসরা ১৭ঃ ৭০।
আল কুরআনঃ সূরা আন-নিসা ৪:১।
আল কুরআনঃ সূরা আন-নাহল ১৬ঃ ৫৮-৫৯।
আল কুরআনঃ সূরা আল-আনআম ৬ঃ ১৫১।
আল কুরআনঃ সূরা আল-তাকবীর ৮১ঃ ৮-৯।
মুসলিমঃ *আস সহীহ* (বৈরুতঃ দারুল জীল, ১৪২২ হি.) খ. ৮, পৃ. ৩৮।
আল-কুরআনঃ সূরা আল-বাকারাহ ২ঃ ২২৮।
আল-কুরআনঃ সূরা বাকারাহ ২ঃ ১৮৭।
ইবনু মাজাহ, *আস সুনান* (কায়রোঃ মাকতাবাতু আবীল মু'আতী, ১৪১২ হি.) খ. ৩, পৃ. ১৪৭।
মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৮।
আল কুরআনঃ সূরা আল-বাকারাহ ২ঃ ২২৮।
আল কুরআনঃ সূরা আন-নিসা ৪ঃ ১২।
আল কুরআনঃ সূরা লুকমান ২১ঃ ১৪।
আল কুরআনঃ সূরা বনী ইসরাইল ১৭ঃ ২৩।
মুসলিমঃ প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২।
মুসলিমঃ প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৩০।
আল কুরআনঃ সূরা আল হুজুরাত, আয়াত- ১৩।
আল কুরআনঃ সূরা আল আহযাব, আয়াত-৩৫।
আল কুরআনঃ সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৩-১০৪।
আল কুরআনঃ সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৪।
আল কুরআনঃ সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত-৫০।
আল কুরআনঃ সূরা আন নিসা,আয়াত-২৬-২৮।
ড. ইয়াদ কুনাইবীঃ নারীর পরিচয়ঃ নানান চোখে নানান আয়নায়, ঢাকাঃ সত্যায়ন প্রকাশন, ২০২৩ খ্রি.; পৃ. ২০
আলী তানতাবীঃ মা'আন নাস (রিয়াদঃ দারুল কিতাব আল আরাবী, ২০১৪ খ্রি.) পৃ. ১৭১।

টাইম ম্যাগাজিন (১৯৮৮). যুক্তরাজ্যের বিউটি ইন্ডাস্ট্রিগুলো প্রতিবছর ৮.৯ বিলিয়ন পাউন্ড মুনাফা অর্জন করে থাকে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ

NCADV (National Coalition Against Domestic Violence) STATISTICS)

ইউরোপিয়ান উইমেনস লবি

ড. ইয়াদ কুনাইবী: নারী স্বাধীনতার স্বরূপ (অনুবাদ: নাজমুল হক সাকিব, ঢাকা; শব্দতরু, ডিসেম্বর ২০২০) পৃ. ২৩)

ইউএস জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট (১৯৯৮)

https://ncadv.org/STATISTICS

যুক্তরাষ্ট্রের গুটম্যাচার ইনস্টিটিউট

https://ncadv.org/STATISTICS

CEDAW (সিডও)। এর পূর্ণ রূপ হলো "Convention on the elimination of All Forms of Discrimination Against Women- নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য নির্মূল সনদ সিডও হচ্ছে নারী অধিকারের একটা আন্তর্জাতিক দলিল

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm

Published by the United Nations Department of Public Information.

https://bn.wikipedia.org/wiki/

ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (WHO) -

যুক্তরাষ্ট্রের সাপ্তাহিক ওমেনস হেলথ -

দি ইনডিপেনডেন্ট-এ প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, লন্ডনে

মিসরের আল আহরাম পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়,

অবক্ষয়ের ভয়াবহতা আরও কয়েকটি পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

কিংস ইউনিভার্সিটির গবেষণা রিপোর্ট

(https:://www.alkawsar.com/bn/article/387)